**ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে চেম্বারের সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান এর বক্তব্য (জানুয়ারী ১৯, ২০১৩, দুপুর ১২:৩০ ঘটিকা, স্থান ঃ ডিসিসিআই মিলনায়তন)।**

---

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ।
ঢাকা চেম্বারে আমার সহকর্মী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ,

**আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন**

প্রথমে আমি ঢাকা চেম্বারের নতুন পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ হতে আপনাদের সকলকে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ঢাকা চেম্বার কর্তৃক আয়োজিত আজকের এ **"মিট দি প্রেস"** সভায় উপস্থিত হয়ে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বরাবরের মত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারীখাতের অংশগ্রহণ ও অবদান সম্পর্কে বিশেষ করে চেম্বারের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আপনাদের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য চেম্বারের কর্মকান্ড, অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ এবং সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয়সমূহ আপনাদের সামনে তুলে ধরা এ সভার অন্যতম লক্ষ্য। আমার বিস্তারিত বক্তৃতার কপি আপনাদেরকে দেয়া হয়েছে, আমি এখন এর সংক্ষেপিত রূপ তুলে ধরছি।

**উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,**

আপনারা জানেন সুদীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ঢাকা চেম্বার বেসরকারি খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসেছে। ঢাকা চেম্বারের মতামত এবং সুপারিশসমূহ সরকার বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। বেসরকারি খাতে ব্যাংকিং ব্যবসা, মোবাইল কোম্পানি, ইন্সুরেন্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঢাকা চেম্বার Pioneer ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও করদাতাগণের সম্মানে ট্যাক্স কার্ড চালু, পৃথক রেলওয়ে মন্ত্রণালয় গঠন সহ দেশের আমদানী-রপ্তানী নীতিমালা, শিল্পনীতি, রাজস্বনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঢাকা চেম্বারের সুপারিশের প্রতিফলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি এখন আপনাদের সামনে চেম্বারের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাৎসরিক কার্যক্রমের কথা স্মরন করিয়ে দিতে চাই।

২০০৫ সালে ঢাকা চেম্বার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের ভিশন ২০২০ শীর্ষক একটি জাতীয় কনফারেন্স আয়োজন করে, যেখানে দেখানো হয় যে, ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা সম্ভব। বিগত ২০০৮ সালে তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে এ চেম্বারের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কনফারেন্স আয়োজন করে, যেখানে Next Fifteen Years of Bangladesh শীর্ষক একটি পজিশন পেপার উপস্থাপন করেছিল। ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঢাকা চেম্বার "Bangladesh 2030 : Strategy for Growth" শীর্ষক একটি মেগা কনফারেন্স আয়োজন করে, যেখানে দেখানো হয় যে, ২০৩০ সালে বাংলাদেশের পক্ষে পৃথিবীর ৩০তম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিণত হওয়া সম্ভব।

ঢাকা চেম্বার মনে করে বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ এবং বাংলাদেশ ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করতে হলে প্রয়োজন বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে যথাযথভাবে ব্র্যান্ডিং করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১২ সালে "পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্র্যান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক দুই দিন ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সফলভাবে আয়োজন করা হয়, যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আপনারা আমার এবং বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে বুঝতে পারছেন। এ বছর আমি এ সমস্ত কনফারেন্সে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবো এবং এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগোতে চাই যাতে একটি ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। ঢাকা চেম্বার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি অনন্য Role Model হিসেবে বিবেচিত। যার প্রতিফলন ইতোমধ্যে আপনারা দেখেছেন।

**উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,**

আগামী এক বছরে ঢাকা চেম্বার যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে ইচ্ছুক এবং এ সকল কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য যা যা প্রয়োজন তা তুলে ধরছি ঃ

১. **ডিসিসিআই এর সকল সদস্যদের ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য অটোমেশন ঃ** চেম্বারের সকল কার্যক্রম অনলাইনের আওতায় আনয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। চেম্বারের সদস্যগণ যাতে ডিসিসিআই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজেদের পণ্যের মার্কেটিং করে তাদের পণ্যের প্রোমোশন করতে পারে সে ধরনের উদ্যোগ হাতে নেয়া হবে।

২. **অপ্রচলিত পণ্যের বাজারজাতকরণের উদ্যোগ ঃ** বাংলাদেশে বেশ কিছু অপ্রচলিত কিন্তু খুবই সহজলভ্য পণ্যের বিকাশ সম্ভব। ঢাকা চেম্বারে অপ্রচলিত এবং সম্ভাবনাময় শিল্পের উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা এবং পলিসি সাপোর্ট প্রদানের জন্য একটি Innovative Cell প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী।

৩. **চেম্বারের MOU পার্টনারদের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ঃ** ঢাকা চেম্বার ইতোমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মোট ৬৪টি চেম্বার এবং বাণিজ্য সংগঠনের সাথে MOU স্বাক্ষর করেছে। এসব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে বিজনেস টু বিজনেস (B2B) নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

৪. **বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোর কার্যক্রম আরও শক্তিশালীকরণ ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানি লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদেশে অবস্থিত মিশনগুলো আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারছে না। ঢাকা চেম্বার- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোকে সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৫. **প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ ঃ** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের এনআরবি ব্যবসায়ীরা খুবই সফলভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। এসব এনআরবি ব্যবসায়ীদেরকে ঢাকা চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে এবং এ দেশের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতে তাদেরকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা হবে। ঢাকা চেম্বারের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য একটি NRB Investment Forum গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৬. **ঢাকা চেম্বারের বিবিএ কলেজকে বিবিএ ফর এন্টাপ্রিনিয়ারশিপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা ঃ** ডিবিআই এর ডিপ্লোমা ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টকে "এক্সিকিউটিভ এমবিএ" তে রূপান্তরিত করতে চাই এবং ডিবিআই কলেজটি বিশেষায়িত করে আইবিএ এর ন্যায় আন্তর্জাতিক মানের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে যার প্রধান ফোকাস হবে "বিবিএ ফর এন্টাপ্রিনিয়ারশিপ"।

৭. **ঢাকা চেম্বারের প্রকাশনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবসায়ীক তথ্য অনলাইনে প্রতিস্থাপণ ঃ** আপনারা জানেন ঢাকা চেম্বার প্রতি বছর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা করে থাকে। এ বছরেও এ ধরনের প্রকাশনা যেমন ট্যাক্স গাইড ২০১৩-১৪, গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে Survey Reports এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া নিয়মিত প্রকাশনা ডিসিসিআই মাসিক রিভিও আরো সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করা হবে। বিল্ড নতুন উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্স নামে একটি রেগুলেটরী গাইড প্রকাশ করেছে। ঢাকা চেম্বারের সমস্ত প্রকাশনা এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন লাইনে দিয়ে দেয়া হবে।

৮. **পলিসি এডভোকেসি ঃ** আমি প্রথমেই বলেছি ঢাকা চেম্বারের Policy Advocacy অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্য আমাদের কর্মকান্ড শুরু করেছি। শীঘ্রই আমরা মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে বেসরকারী খাতের পক্ষ থেকে আমাদের পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন পেশ করব যা যথাসময়ে আপনাদেরকেও অবহিত করা হবে।

৯. **বিদেশে কর্মজীবিদের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ** বিদেশে কর্মজীবিদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। ঢাকা চেম্বার এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাথে নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে।

১০. **চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন ঃ** বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড), নেদারল্যান্ডস ট্রাস্ট ফান্ড টু (এনটিএফ টু), ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন, RJSC Help Desk, Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) ইত্যাদির কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করা হবে।

১১. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ঃ** সার্বিকভাবে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সহায়ক নয়। আমরা আশাবাদি দেশের রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে এক নতুন যুগের সূচনা করবেন। বর্তমান প্রযুক্তির প্রসারের যুগে এবং মিডিয়ার শক্তিশালী ভূমিকার কারণে রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য সহজেই জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। কাজেই এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে সহনশীলভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করলে তাদের প্রতি জনগণেরও শ্রদ্ধা ও আস্থা বাড়বে।

১২. **ব্যবসায়ীক ব্যায় হ্রাসকরণ ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাগণকে ঋণ নিতে হচ্ছে চড়া সুদে। এমনিতেই অতি উচ্চ সুদে ব্যাংক ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে ব্যবসায়ীরা হিমশিম খাচ্ছেন, তার উপর সম্প্রতি বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে চেক ক্লিয়ারিং এর উপ চার্জ এবং অন্যান্য অযৌক্তিক সার্ভিস চার্জ আরোপ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার মূল্য ভোক্তা সাধারণের কাছ থেকে নেয়ার নজির ডিজিটাইজেশনের জন্য একটি ভুল ধারনার জন্ম দিবে। এছাড়া স্থানীয় ঋণপত্র (Local L/C) এর উপর পণ্য সরবরাহ বা চুক্তি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার ও সরবরাহকারীর ন্যায় করারোপ করা হচ্ছে। স্থানীয় ঋণপত্র খোলার উপর এ ধরনের করারোপ করার ফলে ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানিকৃত পণ্যের সাথে অসমপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাছাড়া Local L/C এর উপর করারোপের মাধ্যমে ব্যাংকিং চ্যানেলের লেনদেনকেও নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারকে আপনাদের মাধ্যমে বেসরকারী খাতের পক্ষ থেকে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এ ধরনের অযৌক্তিক করারোপ না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

১৩. **বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যার সমাধান ঃ** বিদ্যুৎ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও এখন পর্যন্ত নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হচ্ছে না। তার উপর জ্বালানী তেল ও বিদ্যুতের মূল্য দফায় দফায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বাজারে দেশের পণ্য টিকে থাকতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। নতুন যেসব শিল্প-কারখানা ইতোমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, সেগুলোতে অবিলম্বে গ্যাস ও বিদ্যুত সংযোগ দেয়া অপরিহার্য। বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটার কারণে দেশীয় কোম্পানীর যে ক্ষতি হয় তা লাঘবের জন্য বাংলাদেশে যে সকল পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে সে সকল চূড়ান্ত পণ্য (Finished goods) আমদানির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডিউটি/ট্যাক্স আরোপ করে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষিত করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

১৪. **ন্যাশনাল আইডি কার্ড ঃ** আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের ভোটার আইডি কার্ড রয়েছে। কিন্তু এর ব্যবহার খুবই সীমিত। এই ভোটার আইডি কার্ডকে ন্যাশনাল আইডি কার্ডে রূপান্তর করে Digitally Available করা প্রয়োজন। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার সবচেয়ে সহজ পদক্ষেপ হলো দেশের সকল নাগরিককে Central Data Base এর আয়তায় আনয়ন। এতে রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রম সহজ ও সুন্দর হবে।

১৫. **Venture Capital নীতিমালা প্রণয়ন ঃ** বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থায়ন সব চেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব ব্যাপী এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে সহজ এবং কার্যকরী একটি ব্যবস্থা হচ্ছে Venture Capital। পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন মিয়ানমার, শ্রীলংকা, ভারত ও পাকিস্তানে Venture Capital প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন নতুন সফল উদ্যোক্তা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যা বাংলাদেশে অদ্যবধি অনুপস্থিত। বাংলাদেশে Venture Capital কোম্পানি গড়ে উঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও প্রয়োজনীয় নীতিমালার অভাবে এর বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে Venture Capital নীতিমালা তৈরীর জন্য সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

১৬. **শেয়ার বাজারের উন্নয়ন ঃ** যে করেই হোক শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে। স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত পাবলিক লিঃ কোম্পানিগুলোর মুনাফার উপর আরোপিত কর হার হ্রাস করা প্রয়োজন। নন-লিষ্টেড এবং নতুন কোম্পানিকে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। ব্যাংক আমানতের উপর সুদ হার কমিয়ে জনগণকে শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের জন্য আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

১৭. **আমেরিকার বাজারে জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখা ঃ** বাংলাদেশী পণ্যের আমেরিকার বাজারে জিএসপি সুবিধা প্রাপ্তি বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করার যে পদক্ষেপ আমেরিকার সরকার গ্রহণ করতে যাচ্ছে; তা করা হলে আমেরিকায় বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুন্ন হবে। এর ফলে অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির উপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এ জিএসপি সুবিধা বাতিল করা হলে আমেরিকার বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের বহুদিনের দাবীও ম্লান হয়ে যাবে। বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে এমনিতেই বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক নয়; তার উপর আমেরিকা জিএসপি সুবিধা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিলে বাংলাদেশের রপ্তানি হুমকির মুখে পড়তে পারে। সরকারিভাবে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের জন্য ত্বরিৎ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

**সম্মানিত সুধী,**

বাংলাদেশের সব ধরনের মিডিয়াই খুব শক্তিশালী হওয়ার কারণে দেশে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাস্তবায়নে অনেক অবদান রাখছে। আপনাদের অবদানের কারণে অনেক বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সৃজনশীল কর্মকান্ড সম্পর্কে দেশের মানুষ অবগত হচ্ছেন। এর ফলে অনেকে তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে। আমদের ব্যবসায়ী সমাজের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নানামূখী সমস্যায় জর্জরিত। আমি আশা করি আপনাদের মাধ্যমে এসব ক্ষুদ্র এবং উদীয়মান ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা গাইড লাইন পেলে তারাও বিকশিত হতে পারবেন। মিডিয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের কৃষকরা এখন কৃষি ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত। আধুনিক পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা কৃষি ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত করেছে। সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ এবং নতুন ব্যবসা উদ্যোক্তা তৈরীর ক্ষেত্রেও এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে মিডিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঢাকা চেম্বারের কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিবাচক দিকগুলো সঠিকভাবে বিশ্বের বুকে ব্র্যান্ডিং করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে চলার পথে আপনাদের সহযোগিতা এবং কার্যকর সম্পৃক্ততার আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আজকের এ সংবাদ সম্মেলনকে স্বার্থক করার জন্য আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ সবুর খান
সভাপতি, ডিসিসিআই

জানুয়ারী ১৯, ২০১৩।